“শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেবো।

# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

www.rajshahieducationboard.gov.bd

রাজশাহীশিক্ষাবোর্ড.বাংলা

## উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা ২০২১
## পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২১

Regulation framed under section 39 (2) (XI) of the Intermediate and Secondary Education (Amendment) Ordinance (Bangladesh Ordinance No. XVII of 1977), regarding holding and conduct of Examinations.

# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

## উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

১। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রার্থিতার পূর্বশর্তসমূহ :

**ক) রেজিস্ট্রেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য) :**

(১) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ/স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠ্যসূচি সমাপ্তির পর একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে সে যে শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে সে বছর ৩১ মার্চের মধ্যে অবশ্যই তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

(২) আন্তঃ শিক্ষা বোর্ডের বদলিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের বৎসরে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৩) উল্লিখিত তারিখের পর আর কোন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না।

(৪) রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ ০৪ (চার) বছর বলবৎ থাকবে।

(৫) অনিয়মিত শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব কলেজ/স্কুল এন্ড কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

**খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের প্রার্থীতার যোগ্যতা :**

(১) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা পাশের তিন বছর পর যে কোন প্রার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি) পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(২) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। উক্ত রেজিস্ট্রেশন শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার জন্য কার্যকর থাকবে।

(৩) শিক্ষক, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকুরীরত ব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যতীত অন্যান্য সকল পর্যায়ের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত কোন কলেজের মাধ্যমে নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(৪) সকল পর্যায়ের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পূর্ব ঘোষিত তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

(৫) শিক্ষা বোর্ডের কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় নিজ শিক্ষা বোর্ড হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে তারা ইচ্ছা করলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশের অন্য যে কোন শিক্ষা বোর্ড হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(৬) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবে। এসব শাখায় যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে সে সব বিষয় নেয়া যাবে না। এছাড়া প্রাইভেট পরীক্ষার্থী কোন চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়টি আবশ্যিক হওয়াই ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

**গ) দলিলাদির বিবরণ :**

(i) মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা পাশের পর মূল সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। যেসব প্রার্থী পূর্ববর্তী পরীক্ষা পাশের মূল সনদপত্র পায়নি তাদেরকে প্রভিশনাল পাশ সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। যারা একবার পরীক্ষা দিয়েছে তাঁদের মূল প্রবেশপত্র দাখিল করলেই চলবে।

(ii) বাংলাদেশের আওতাধীন অনুমোদিত কোন কলেজের অধ্যক্ষ অথবা কোন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে প্রার্থীর চরিত্র, আচরণ, প্রার্থী পরীক্ষার অন্ততঃপক্ষ দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত কোন অনুমোদিত কলেজে শিক্ষার্থী ছিল না এবং প্রার্থী কোন পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়নি মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(iii) প্রার্থীর সাম্প্রতিক সময়ের উঠানো ০২ (দুই) কপি রঙিন ছবির সম্মুখভাবে প্রার্থীর নিজের নাম স্বাক্ষর করে এবং পিছনে কোন গেজেটেড অফিসার বা কোন অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারা সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।

(iv) শিক্ষক প্রার্থীর বেলায় কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর মেয়াদ পরীক্ষাবর্ষের ১ নভেম্বর অন্ততঃ তিন বছর পূর্ণ হতে হবে। এ মর্মে নিজ জেলার শিক্ষা অফিসারের সীল স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে।

(v) পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রার্থীদের বেলায় কমপক্ষে এক বছর যাবত সক্রিয়ভাবে চাকুরীতে আছে সে মর্মে পুলিশ সুপার/কমান্ডিং অফিসার এর সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে।

(vi) i থেকে v পর্যন্ত বর্ণিত কাগজ পত্রাদি সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে।

**ঘ) জি.পি.এ (GPA) উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা :**

রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় GPA ৫.০০ এর নিচে প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র ০১ (এক) বছরের জন্য GPA উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে তালিকাভূক্তিসহ যাবতীয় ফি ও আবেদন নিজ কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে ঘোষিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই কলেজ, কেন্দ্র ও বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না প্রাইভেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

**ঙ) ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার অনলাইনে ফরম পূরণের যোগ্যতা :**

(i) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনি পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাশ শিক্ষার্থীদের তথ্যাদি Online মাধ্যমে ফরম ছবিসহ পূরণ করতে পারবে।

(ii) রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার তথ্যাদি Online মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডে জমা হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরীক্ষার অনুমতি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রিন্ট কপিতে হাতে লিখে জমা দিলে এ জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান এককভাবে দায়ী থাকবেন।

(iii) প্রবেশপত্র ইস্যুর পূর্বে কোন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ভুয়া/অবৈধ প্রমাণিত হলে তার প্রার্থীতা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(iv) কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে/পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর/ ফল প্রকাশিত হওয়ার পর/যে কোন সময়ে রেজিস্ট্রেশন ভুয়া প্রমাণিত হলে তার পরীক্ষা/পরীক্ষার ফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

(v) শিক্ষা বোর্ডের বিধি মোতাবেক শিক্ষার্থীর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে উক্ত শিক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি/পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়নি এ রকম শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই অনিয়মিত (Retained/Detained) পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পুন:ভর্তি হলে তাকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে।

**২। পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী :**

ক) পরীক্ষা অবশ্যই শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) পরীক্ষার্থীকে প্রবেশপত্রে উল্লেখিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

গ) উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রত্যেক কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য 'কেন্দ্র কমিটি' নামে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

ঘ) **কেন্দ্র কমিটি' নিম্নরূপভাবে গঠন করতে হবে**

i) **তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা :**

জেলা সদরের জন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা ও অন্যান্য কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলার ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান করবেন।

উল্লেখ্য যদি তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা কোন অনিবার্য কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তবে তিনি একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা নিযুক্ত করবেন। এরূপ নিযুক্তি ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনভাবেই যেন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কোন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ না হন।

ii) **সদস্যবৃন্দ :**

ক. কেন্দ্র কমিটিতে বিভাগীয় সদরে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/জেলা সদরে জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে।

খ. রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কেন্দ্রের আওতাধীন সরকারি/বেসরকারি স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ, একজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা কেন্দ্র কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকবেন।

গ. কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন। যদি কোন অনিবার্য কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তবে জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/গেজেটেড সরকারি যে কোন কর্মকর্তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে যে সকল কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত নেই সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

**ঙ) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার কর্তব্য :**

i) কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও তদারক করবেন।

ii) তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট থেকে যে সমস্ত গোপনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করবেন, সেগুলো নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশানুসারে ঐ সকল কাগজপত্র কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা নিবেন।

iii) তিনি প্রত্যহ প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র নিরাপদে শিক্ষা বোর্ডে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেবেন।

iv) তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

v) সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট তাঁর কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কীয় একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

vi) তিনি জেলা প্রশাসক না হলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে কক্ষ পরিদর্শক নির্বাচন করবেন। কক্ষ পরিদর্শক নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কেন্দ্রাধীন কোন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োগ করা না হয়।

vii) তিনি কক্ষ পরিদর্শক ও পরীক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করবেন।

viii) তিনি সকল কেন্দ্রের চারপাশের ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিদের চলাচল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করবেন।

**চ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :**

i) **কমিটি নিম্নবর্ণিত নিয়মে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত করবেন :** কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান প্রধান/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন। প্রয়োজনে জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/সরকারি গেজেটেড যে কোন কর্মকর্তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

ii) কোন প্রতিষ্ঠান প্রধানের/অধ্যক্ষের/কোন শিক্ষক অথবা কোন কর্মকর্তার ছেলে/মেয়ে/পোষ্য যে কোন কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শক্রমে জ্যেষ্ঠ কোন শিক্ষক/সরকারি গেজেটেড কোন কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পন করবেন।

**ছ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব :**

i) কেন্দ্র কমিটি গঠনের অনতিকাল পরেই কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্র কমিটির সদস্যগণের নাম, পদবী (পদ না থাকলে) ও ঠিকানা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জ্ঞাতার্থে এবং অনুমোদনের জন্য তাঁর দপ্তরে পাঠাবেন। তিনি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলান না হলে পার্শ্ববর্তী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১জন সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ১জন হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক (প্রতি ২০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করবেন। পরিদর্শন কাজে শিক্ষকগণকে নির্বাচন করার পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন শিক্ষকের অথবা কোন কর্মকর্তার/কর্মচারীর/ছেলে/মেয়ে/পোষ্য যে কোন কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হলে তিনি কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন না।

ii) তিনি কেন্দ্রে নিযুক্ত সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় নিয়মাবলী জ্ঞাত করার জন্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্বে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

iii) তিনি শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশিত তারিখে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে তাঁর কেন্দ্রের সকল মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের বিবরণী, প্রিন্টআউট কপি, প্রবেশপত্র, অলিখিত উত্তরপত্র, অলিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করবেন এবং নিরাপদ হেফাজতে নিজের দায়িত্বে কেন্দ্রে সংরক্ষণ করবেন। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড হতে প্রাপ্তির ০১ (এক) দিন পর সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট সরবরাহ করবেন। তবে প্রবেশপত্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট সরবরাহ করার পূর্বে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর সম্বলিত প্রিন্টআউট কপির সঙ্গে যাচাই করে নিবেন। কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে সংশোধন করার পর সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের প্রধানকে সরবরাহ করবেন।

iv) কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় খরচাদি কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে এবং স্থানীয় ব্যাংকে 'পরীক্ষা কেন্দ্র তহবিল' শিরোনামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলবেন। তিনি তহবিলের আয় ব্যয় হিসাব রাখবেন এবং পরীক্ষা শেষে শিক্ষা বোর্ডের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীর এর নিকট আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসেব বিবরণী এক কপি অবশ্যই পাঠাবেন। বিধি মোতাবেক আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করাবেন।

v) **আসন ব্যবস্থা :**

পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা পূর্বক পরীক্ষার্থীদের আসন নিম্নরূপ বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:

(১) কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে আসন ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

(৩) প্রতি ২০ (বিশ) জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন কক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ দিতে হবে (কক্ষে পরীক্ষার্থী অনুপাতে পরিদর্শক নিয়োগ দিতে হবে তার অর্থ এই নয় যে, ২০ (বিশ) জন পরীক্ষার্থীই একটি কক্ষে পরীক্ষা দিবে তবে কোনক্রমেই কোন কক্ষে ২ (দুই) জনের কম কক্ষ পরিদর্শক রাখা যাবে না।

(৪) আসনগুলো এমনভাবে সাজানো হবে যাতে একটি হতে অন্যটির যথেষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে।

(৫) একই মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের পরস্পরের সন্নিকটে আসন ব্যবস্থা করা যাবে না।

(৬) কেন্দ্রের একটি আসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সকলের দর্শনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

(৭) আসন ব্যবস্থার এক বা একাধিক কপি পরীক্ষা কেন্দ্রের হলের কোন প্রাকাশ্য স্থানে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

(৮) নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কক্ষে আসন ব্যবস্থা করতে হবে।

vi) পরীক্ষার্থীর প্রবেশ পত্রে উল্লিখিত রোল নম্বর তার আসন নম্বর হবে। শিক্ষা বোর্ড হতে সরবরাহকৃত রোল চিরকুটে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর লিখে ডেস্কের সাথে আঠা দিয়ে এঁটে দিতে হবে। একই আসন ব্যবস্থায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

vii) রোল নম্বর সম্বলিত প্রিন্ট আউট কপি অনুযায়ী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরলিপি পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষা বোর্ড থেকে সরবরাহকৃত প্রিন্টআউট কপিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরলিপিতে পঠিত বিষয়সমূহের ঘরে অবশ্যই লিখতে হবে।

viii) অসুস্থ পরীক্ষার্থীর নির্দিষ্ট আসনে বসে পরীক্ষা দিতে না পারলে হল সুপার/কক্ষ পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে বিশেষ আসন ব্যবস্থা করতে পারবেন। সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোন পরীক্ষার্থীকে সাধারণত পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। তবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের বিপদ আশঙ্কা হতে মুক্ত রেখে তার জন্য পৃথক কক্ষে আসনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। উভয় ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ আসন ব্যবস্থার পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করবে। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লক্ষ্য রাখবেন যেন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র এবং তার ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণের পূর্বে উত্তমরূপে শোধন ও নির্বীজ করা হয়।

ix) কোন পরীক্ষার্থী কোন অবস্থাতেই তার বাসভবন বা অন্য কোন অননুমোদিত ব্যক্তিগত ভবন ও স্থানে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

x) শিক্ষা বোর্ডের অনুমতিক্রমে কোন অন্ধ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্কাইব (শ্রুতিলেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রুতিলেখক দশম শ্রেণিতে অধ্যায়নরত হতে হবে। এ ধরণের পরীক্ষার্থীদের এবং শ্রবন প্রতিবন্ধি পরীক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত ১০ (দশ) মিনিট সময় বৃদ্ধি করা যাবে। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সনদ, সিভিল সার্জন, ডাক্তার কর্তৃক সনদ, আবেদনকারী ও স্কাইব (শ্রুতিলেখক) উভয়ের পাসপোর্ট সাইজের ০৪ (চার) কপি করে সত্যায়িত ছবি এবং শ্রুতিলেখক অভিভাবকের সম্মতিপত্র ও প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দশম শ্রেণীতে অধ্যায়নের প্রত্যায়ন পত্র জমা দিতে হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (অটিস্টিক এবং ডাউন সিনড্রোম বা সেলিব্রালপলসি আক্রান্ত) শিশুরা একটু অন্যমনস্ক এবং খেয়ালী হয়ে থাকে। তাই তাদের পরীক্ষা অংশগ্রহণে তাঁর শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত কারণে অটিস্টিক এবং ডাউন সিনড্রোম বা সেলিব্রালপলসি আক্রান্ত শিশুদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ১০% (০১ ঘন্টা ৩০ মিনিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট) অতিরিক্ত সময় প্রদান। শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দান। পরীক্ষার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে, সেই কেন্দ্র প্রধান/অধ্যক্ষ/ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরীক্ষার্থীরা অভিভাবককে উল্লিখিত সুবিধা গ্রহণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আবেদনপত্রের সাথে সিভিল সার্জন/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত ডাউন সিনড্রোম/সেলিব্রালপলসি সনাক্তকরণ সনদ, ডাক্তার কর্তৃক সনদ, পরীক্ষার্থী ও সাহায্যকারীর পাসপোর্ট সাইজের (০৪) কপি সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে।

xi) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়সূচির কপি প্রত্যেক কেন্দ্রের প্রাকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

xii) প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

xiii) বিদেশে অবস্থিত কেন্দ্রসহ সকল কেন্দ্রে বাংলাদেশের সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

xiv) প্রত্যেক দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার ৩০(ত্রিশ) মিনিট পূর্বে ঐ দিন অনুষ্ঠিতব্য বিষয় ও পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা, ট্যাগ অফিসার এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, টেজারী বা থানা হতে গ্রহণ করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁদের নিকট হতে গ্রহণ করে তাঁর ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখবেন।

(১) পরীক্ষা শুরু হবার ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে।

(২) পরীক্ষার প্রথম দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার একঘন্টা ও পরবর্তী দিনগুলোতে ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষা ভবনের দরজা খুলে দিতে হবে। পরীক্ষার্থী ব্যতীত অন্য কেউ যাতে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে একটি সর্তক ঘন্টা বাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীরা যথাসময়ে তাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে।

(৪) কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা আরম্ভ হবার ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট কক্ষের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী অলিখিত পরীক্ষার সাদা মূল অলিখিত সৃজনশীল উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি সরবরাহ করবেন এবং উক্ত কাগজপত্রসহ কক্ষ পরিদর্শকগণ নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত কক্ষে গমন করবেন।

(৫) পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ (পনের) মিনিট পূর্বে আরও একবার ঘন্টা বাজাতে হবে এবং ঘন্টা বাজানোর সাথে সাথে কক্ষ পরিদর্শকগণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বহুনির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক সাদা মূল অলিখিত উত্তরপত্র বিতরণ করবেন।

(৬) পরীক্ষা আরম্ভ হবার ০৫ (পাঁচ) মিনিট পূর্বে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ হল সুপারের নিকট প্রতি কক্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন।
সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/হল সুপার প্রশ্নপত্র কক্ষের সিনিয়র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট পৌঁছাবেন।

(৭) পরীক্ষা শুরু হবার নির্ধারিত মুহূর্তে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নপত্র দেবার জন্য আরও একটি চূড়ান্ত ঘন্টা বাজাতে হবে।

(৮) বহুনির্বাচনী/নৈব্যক্তিক পরীক্ষা শেষ হবার সাথেসাথে বহুনির্বাচনী/নৈব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র সংগ্রহ করতে হবে। অত:পর চুড়ান্ত ঘন্টা বাজলে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

(৯) বহুনির্বাচনী/নৈব্যক্তিক পরীক্ষা শেষ হবার পর কোন পরীক্ষাথীকে কক্ষের বাহিরে যাবার অনুমতি দেয়া যাবে না।

(১০) কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা আগে শেষ হলে কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র জমা দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করতে পারবে। তবে পুনরায় সে কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র বুঝে দেয়ার পর পরীক্ষার্থীরা কক্ষ ত্যাগ করতে পারবে।

xv) প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ব্যতীত কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না।

xvi) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কাল, লাল অথবা নীল বলপেন, কাঠ পেন্সিল এবং ইরেজার (Eraser) সাথে আনতে হবে। উচ্চতর গণিত, ভূগোল বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের জন্য পরীক্ষাথীরা পরীক্ষার হলে যে কোন সাধারন সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।

xvii) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ তাঁর পরীক্ষার্থীদের সনাক্ত করার জন্য নিজে কিংবা তাঁর প্রাধিকারপ্রাপ্ত (স্বাক্ষর সত্যায়িতসহ) একজন শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাবেন যিনি কমপক্ষে দু'বছর যাবত ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন এবং যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল পরীক্ষার্থীকে চেনেন।

xviii) পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

xix) পরীক্ষা শেষে শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে দেয়া নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ের অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের তিন কপি তালিকা প্রস্তুত করে এক কপি উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চ মাধ্যমিক), এক কপি স্ক্রান্ট শাখায় এক কপি কম্পিউটার শাখায় পাঠাতে হবে এবং এক কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

xx) পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রে উল্লিখিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩। **কেন্দ্রের সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব :**

i) কেন্দ্রের হল হিসেবে বিবেচিত পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন।

ii) সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার হলের জন্য পরীক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারিত সাদা মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অলিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি ইত্যাদিসহ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অন্যান্য পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে বুঝে নিবেন।

iii) পরীক্ষার দিন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থান হতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ প্রশ্নপত্র গ্রহণ করবেন।

iv) তিনি কক্ষ পরিদর্শকের নিকট নির্ধারিত সময়ে সাদা মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অলিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষরলিপি ও বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন এবং পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট

থেকে সৃজনশীল লিখিত উত্তরপত্র ও স্বাক্ষরলিপি সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ এবং বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র সংগ্রহ করবেন।

v) তিনি পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তবে কোন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

vi) দৈনিক পরীক্ষা শেষে সৃজনশীল উত্তরপত্রের বান্ডেল এবং বহু নির্বাচনি উত্তরপত্রের কাটুন, কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশের কার্টুন, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন। পার্শ্ববতী প্রতিষ্ঠানের অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কোন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে তার উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র, আপত্তিকর কাগজ কক্ষ পরিদর্শকের প্রতিবেদন এবং গোপনীয় প্রতিবেদন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিকট জমা দিবেন।

৪। **হল সুপারের দায়িত্ব**

i) হল হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানে একজন করে হল সুপার থাকবেন।

ii) তিনি সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করবেন।

৫। **সৃজনশীল উত্তরপত্রের বান্ডেল প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ :**

i) সৃজনশীল উত্তরপত্র বিষয়/পত্র ওয়ারি অনাধিক ৫০ (পঞ্চাশ) টি করে উপর ও নিচে করোগেটেড শিট দিয়ে বাঁধতে হবে। উপরের করোগেটেড শিটে একটি করে নির্ধারিত বান্ডেল লেবেল গাডার ব্যবহার করতে হবে লাগাতে হবে। কোন অবস্থাতেই একাধিক বিষয়/পত্রের উত্তরপত্র একই বান্ডেলে দেয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্রের এক কপি প্রত্যেক বান্ডেলে অবশ্যই দিতে হবে।

ii) কেন্দ্রের সমুদয় উত্তরপত্রের বান্ডেল, বিষয়/পত্র ওয়ারি ট্রাংকে সাজিয়ে শক্ত পাটের রশি দিয়ে বেঁধে (অন্য কিছু দিয়ে বাঁধা যাবে না) সমন্বিতে বিবরণীর এক কপিসহ কাঠের বাক্সে পানি নিরোধক বস্তায় ভরে (পলিথিন বস্তা) পুলিশী হেফাজতে হাতে হাতে হাতেই উত্তরপত্র শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে। উত্তরপত্র গ্রহণের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং মূল ছাড়পত্র উত্তরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

iii) উত্তরপত্রের বান্ডেলের করোগেটেড শিট, বান্ডেল লেবেল বা বান্ডেলের কোন অংশে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিল বা কোন রকম চিহ্ন দেয়া যাবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তবে কেন্দ্র বাতিলসহ কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।

iv) বান্ডেল লেবেল লিখার জন্য কালো বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে এবং বান্ডেল বাঁধার জন্য পাটের রশি ব্যবহার করতে হবে।

৬। **সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ ও বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের শিরোনাম পত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রেরণের নিয়মাবলী**

i) সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ পৃথকভাবে খুব সাবধানের সাথে ঠিকভাবে ছিঁড়ে পৃথক করতে হবে। প্রতি বিষয় ও পত্রের সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ অনুর্ধ ২০০ (দুইশত) টি করে রোল নম্বরের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

ii) যদি রোল/রেজিস্ট্রেশন নম্বর অথবা বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। এরূপ উত্তরপত্রগুলো কোন ক্রমেই আলাদাভাবে সাজানো বা প্যাকেট করা যাবে না।

iii) উপরে ৬ এর i) ও ৬ এর ii) এ উল্লিখিত প্রতিটি প্যাকেটের জন্য ৪ (চার) কপি শিরোনামপত্র তৈরি করতে হবে। শিরোনামপত্রে উত্তরপত্রের রোলনম্বরসমূহ, অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ বহিস্কৃত/ অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ এবং ভুল বৃত্ত ভরাটকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। শিরোনামপত্রের প্রথম কপি প্যাকেটের ভিতরে দ্বিতীয় কপি প্যাকেটের বাইরে আঠা দিয়ে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন পড়া যায়। তৃতীয় কপি পরীক্ষা শেষে বিষয় ও পত্র অনুযায়ী সাজিয়ে স্বাক্ষরলিপির সাথে স্ক্রিপ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। চতুর্থ কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

iv) উপরে উল্লিখিত সকল বিষয় ও পত্রের প্যাকেটসমূহ (সৃজনশীল) (উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ এবং বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র) প্রথমে পলেথিন বস্তায় ভরে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সেলাই ও সিলগালা করে প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে

সরাসরি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার মেম্বার, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এ ঠিকানায় হাতে হাতে পাঠাতে হবে। প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হালকা সবুজ রং এর কাপড় মোড়ানো প্যাকেটের এক পাশে প্রাপকের ঠিকানা ও অন্য পাশে প্রেরক/কেন্দ্রের পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের উপর বামপাশে 'রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের জন্য' কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সিল তৈরি করে প্যাকেটের বামপাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

## "নমুনা ছক"

| রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের জন্য | রাজশাহী বোর্ডের জন্য |
|---|---|
| প্রেরক | **প্রাপক** |
| কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:..... | সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (চ: দা:) |
| কেন্দ্রের নাম : ..... | কম্পিউটার কেন্দ্র |
| কেন্দ্র কোড : ..... | প্রশাসনিক ভবন, ৫ম তলা |
| উপজেলা : ..... | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী |
| জেলা : ..... | |

v) বহুনির্বাচনি/নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের প্রশ্নের সেট কোড শতর্কতার সংঙ্গে পূরণ করতে হবে। ভুলের কারণে ফলাফল প্রকাশের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরণের জটিলতার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে না।

vi) সময়সূচি অনুযায়ী সকল বিষয়ের নোটবুক পরীক্ষা শেষ হবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত রেকর্ডপত্র ও দ্রব্যদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক (পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট) স্ক্রীপ্ট শাখায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ডাকযোগে পাঠানো যাবেনা।

৭। পরীক্ষা শেষ হবার পরের দিন নিম্নে উল্লিখিত সরঞ্জামাদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে অথবা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক (পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় ও স্ক্রিপ্ট শাখায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে, কোন অবস্থাতেই ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।

**<u>উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমাদানের ক্ষেত্রে :</u>**

i) সকল পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি রোল নম্বরের ক্রমানুসারে ১০০ (একশত) টি করে সাজিয়ে বই আকারে বেঁধে দিতে হবে।

ii) সকল বিষয়ের রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা প্রাকেট করতে হবে। অত:পর চার কপি শিরোনামপত্র তৈরি করে এক কপি প্যাকেটের অভ্যন্তরে, এক কপি প্যাকেটের উপরে গাডার দিয়ে লাগাতে হবে, এক কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে এবং এককপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

iii) রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সকল বিষয়ের শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া নমুনা ফরমে প্রস্তুত করতে হবে।

iv) অনুপস্থিত এবং বহিষ্কার এর তালিকা শিক্ষা বোর্ড এর ওয়েবসাইটে দেয়া নমুনা ফরমে রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে আলাদাভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

v) সকল পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি বিভাগওয়ারি রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে (তত্ত্বীয় ও নোটবুক) আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করতে হবে।

vi) কক্ষ পরিদর্শকের নাম ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, কক্ষ নম্বরসহ তালিকা

vii) আসন বিন্যাস

viii) রোল নম্বর সম্বলিত প্রিন্টআউট (ডিআর)

ix) অনুচ্ছেদ ৭ এর (iv) এ উল্লিখিত অনুপস্থিত এবং বহিস্কার তালিকা স্পষ্টাক্ষরে ০৩ (তিন) কপি করে তৈরি করতে হবে। এক কপি কম্পিউটার শাখায়, এক কপি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় ও এক কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

x) সকল বিষয়ের শিরোনামপত্র (সৃজনশীল, বহুনির্বাচনি এবং নোট বুক)

xi) সকল বিষয়ের নোটবুক পরীক্ষার আভ্যন্তরীন ও বহিরাগত পরীক্ষকদের নামের তালিকা (মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রের সংখ্যা উল্লেখসহ)

xii) প্রশ্ন খোলার সার্টিফিকেট

xiii) ক্রমিক নম্বর ৭ এর i, ii, iii ও iv তিন কপি করে প্রস্তুত করে এক কপি কম্পিউটার শাখায় এবং এক কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। **স্ক্রিপ্ট শাখায় জমা দানের ক্ষেত্রে**

i) সকল বিষয়ের শিরোনাম পত্র

ii) প্রশ্ন খোলার ঘোষণা পত্র

iii) উপরে ৭ এর i থেকে xiii পর্যন্ত সকল কপি।

iv) অনুচ্ছেদ ৭ এর i থেকে ৭ এর xiii পর্যন্ত উল্লিখিত রেকর্ডপত্র ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বাতিল সহ কেন্দ্র কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।

৯। **পরীক্ষা উপকরণাদি শাখায় যা জমা দিতে হবে**

(ক) পরীক্ষা উপকরণাদি শাখা থেকে গৃহীত ও উদ্ধৃত মালামালের হিসাব

i) ট্রাঙ্ক, বস্তা, তালা

ii) অব্যবহৃত উত্তরপত্র (মূল ও অতিরিক্ত)

iii) অব্যবহৃত সৃজনশীল, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র

iv) বিভিন্ন প্রকার কার্টুন

v) অন্যান্য সকল উদ্ধৃত্ত মালামাল

vi) গোপনীয় খাম (Security envelap)

১০। **অন্যান্য করণীয় বিষয় :**

i) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তহবিলের (আয়ও ব্যয়) হিসাব রাখবেন। শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত হারে পরীক্ষা পরিচালনা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক দেবেন ও হিসাব নিরীক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক বই ও খরচের মূল রশিদ রাখবেন এবং শিক্ষা বোর্ডের সচিবের কাছে হিসাবের বিবরণ পেশ করবেন।

ii) সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে (নোট বুক সহ) ০৭ দিনের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে বা বিশেষ বাহক মারফত নিম্নে বর্ণিত রেকর্ডপত্রের ০২ (দুই) কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জরুরীভিত্তিতে জমা দিতে হবে।

১) পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি (রোলের ক্রম অনুসারে সাজানো) ১০০ (একশত) টি করে বেঁধে বই আকারে;

২) নোটবুক;

৩) পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের আসন পরিকল্পনা;

৪) সনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীদের বর্ণনামূলক তালিকা;

৫) কক্ষ পরিদর্শকগণের নাম, ঠিকানা এবং উত্তরপত্রে তাঁরা যেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছেন তেমন স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর সম্বলিত একটি তালিকা;

৬) প্রাপ্ত, ব্যবহৃত ও উদ্বৃত প্রশ্নপত্রের হিসাবসহ উদ্বৃত্ত প্রশ্নপত্র;

৭) বিষয় উল্লেখপূর্বক সকল অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের তালিকা;

৮) সকল বিষয়ের (নোটবুক) পরীক্ষার শিরোনামপত্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কপি।

৯) সকল বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবার পর শিক্ষা বোর্ড এর ওয়েবসাইটে দেয়া অনুপস্থিতি ও বহিষ্কৃত নমুনা ফরম অনুযায়ী ০৩ (তিন) কপি অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত তালিকা স্পষ্টাক্ষরে প্রস্তুত করে ০১ (এক) কপি তালিকা সরাসরি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার শাখায় ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

১০) সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে (নোটবুক) নিম্নে বর্ণিত রেকর্ড পত্রের দুই কপি ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিশেষ বাহক মারফত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জরুরী ভিত্তিতে পাঠাবেন।

i) সনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল শীটের প্রিন্ট আউট কপি।

ii) পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি পত্র (রোলক্রমানুযায়ী) ১০০ (একশত) টি করে বেঁধে বই আকারে, কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

iii) প্রাপ্ত ব্যবহৃত সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের হিসাব এবং অব্যবহৃত সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের হিসাব।

iv) প্রাপ্ত ব্যবহৃত সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের হিসাব এবং অব্যবহৃত সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র।

v) বিষয় উল্লেখপূর্বক সকল অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের একটি তালিকা।

vi) বিষয় উল্লেখপূর্বক সকল বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের একটি তালিকা।

vii) সকল সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী পরীক্ষার শিরোনামপত্রের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কপি।

viii) নোটবুক পরীক্ষার নম্বর Online এ Send করার প্রিন্ট কপি ও নোটবুক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিতে হবে।

১১। **কক্ষ পরিদর্শকের করণীয়**

i) কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূল অলিখিত উত্তরপত্র, বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, এবং স্বাক্ষরলিপি সংগ্রহ করে পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হবেন।

ii) কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদেরকে উত্তরপত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখার এবং বৃত্ত ভরাটের নিয়মাবলী বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

iii) পরীক্ষা আরম্ভ হাবার ১৫ (পনের) মিনিট পূর্বে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অলিখিত উত্তরপত্র ও বহু নির্বাচনি (OMR) বিতরণ করবেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার অলিখিত উত্তরপত্র ও বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র (OMR) এর নির্ধারিত স্থানে শিক্ষা বোর্ডের নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং বিষয় কোড লিখে সঠিকভাবে কাল বলপয়েন্ট দিয়ে বৃত্ত ভরাট করেছে কিনা তা যাচাই করবেন। মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (O.M.R) এর পরের প্রথম পৃষ্ঠায় যথাস্থানে পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ), বিষয়কোড ও পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার্থী লিখেছে কিনা তাও তিনি যাচাই করবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের পর প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত বিষয় কোড দেখে পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রের কভারপৃষ্ঠায় এবং বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র (OMR) এ বিষয় কোডের নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট করবে। যদি রোল/ রেজিস্ট্রেশন নম্বর অথবা বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। ভুল উত্তরপত্রগুলো আলাদাভাবে সাজানো বা আলাদাভাবে প্যাকেট করা যাবে না। কক্ষ পরিদর্শক উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। কক্ষ পরিদর্শকের স্বাক্ষরের পর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় কোন প্রকার ভুল থাকলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সকল পরীক্ষার্থী নিজ নিজ নামে ও রোল নম্বরের বিপরীতে প্রস্তুতকৃত স্বাক্ষরলিপিতে স্বাক্ষর করবে। কোন পরীক্ষার্থী সৃজনশীল পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র গ্রহণ করলে কক্ষ পরিদর্শক সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী কর্তৃক মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় (O.M.R) অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নম্বরের জন্য নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নম্বর লিখে নিবেন এবং বাম পাশের বৃত্তাকার ঘর পরীক্ষার্থী কর্তৃক ভরাট করে নিবেন। অতঃপর অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থী কর্তৃক বিষয় (পত্রসহ), বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ যথাযথভাবে লিখার পর কক্ষ পরিদর্শক নির্ধারিত স্থানে তার স্বাক্ষর করবেন। অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল উত্তরপত্রের সাথে সেলাই করে সংযোজন করতে হবে। কোন ক্রমেই স্ট্যাপলিং করা যাবে না।

iv) কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ পরীক্ষা শুরু হবার প্রথম দিনেই স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণের সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পঠিত বিষয়সমূহ পরীক্ষার্থীকেই অবহিত করবেন। পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে এবং প্রবেশপত্রে বিষয়ের গরমিল পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিবেন।

v) প্রত্যহ সকাল/বিকালের সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা স্বাক্ষরলিপিতে স্বাক্ষর করবে। কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ প্রত্যেক বিষয়ে ও পত্রে পরীক্ষার দিন ও সময়, সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনি অংশে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের পার্শ্বে অনুস্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরলিপিতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রক্ষিত স্থানে যাতে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সীমাবদ্ধ থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

vi) স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিষয় উল্লেখপূর্বক উপস্থিতির স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থী কোন বিষয় বা পত্রে অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত হলে স্বাক্ষরলিপিতে উক্ত বিষয়ের/পত্রের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত শব্দটি লাল কালিতে লিখে কক্ষ পরিদর্শক তার স্বাক্ষরের ঘরে স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুলের কারণে পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

vii) কোন পরীক্ষার্থী কক্ষ পরিদর্শকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইলে কক্ষ পরিদর্শক তার নিকট না আসা পর্যন্ত তার আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরীক্ষার্থী কখনও আসন ত্যাগ করতে পারবে না। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ কোন অবস্থাতেই ছেঁড়া যাবে না।

viii) কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের অনুমতি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।

ix) কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী যাতে অসদুপায় অবলম্বন না করে সে জন্য নিয়মাবলী মেনে চলতে পরীক্ষার্থীদের নির্দেশ দান করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হল সুপারের গোচরে আনবেন।

x) প্রত্যেক কক্ষ পরিদর্শক তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষদানের বিঘ্ন ঘটে এরূপ কোন কাজে তিনি লিপ্ত থাকতে পারবেন না।

xi) কক্ষ পরিদর্শক নিজে এবং কেন্দ্রের কাজে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ব্যতীত অন্য কোন কথা বলা বা যোগাযোগ করতে পারবেন না।

xii) কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ না থাকলে পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের নিকট কোন সংবাদ আসলে পরীক্ষা শেষ না হাওয়া পর্যন্ত তা পরীক্ষার্থীদের দেয়া যাবে না।

xiii) কক্ষ পরিদর্শক তাঁর কক্ষের সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষে সংগ্রহ করবেন। কক্ষ পরিদর্শক লক্ষ্য রাখবেন কোন পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে তার উত্তরপত্র জমা না দিয়ে অথবা ডেস্কের উপর রেখে না যায়।

xiv) পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র স্বাক্ষরপত্রের সহিত যাচাই করে কক্ষ পরিদর্শক ও জ্যেষ্ঠ পরিদর্শককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যেন উপস্থিত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগৃহীত হয়েছে।

xv) কক্ষ পরিদর্শকগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলেই লক্ষ্য রাখবেন যাতে সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (O.M.R) এবং বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্র কোন অবস্থাতেই ভাঁজ না পড়ে। এব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের বারবার সর্তক করতে হবে। পরীক্ষা কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (O.M.R) যথাযথভাবে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশের আলোকে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। কোন অবস্থাতে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে O.M.R খাতা হতে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

xvi) পরীক্ষা শেষ হবার পর কক্ষ পরিদর্শক লক্ষ্য রাখবেন সকল উত্তরপত্র সংগৃহীত না হাওয়া পর্যন্ত যেন কোন পরীক্ষার্থী আসন ত্যাগ না করে। পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগের পর তিনি সমুদয় উত্তরপত্র প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। যদি কোন পরীক্ষার্থী তাঁর উত্তরপত্র দাখিল না করে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি লিখিতভাবে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গোঁচরে আনবেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাথে সাথে বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

xvii) কক্ষ পরিদর্শক তাঁর কক্ষে প্রশ্নপত্রের ব্যাখ্যা, প্রশ্ন উত্তরের ইঙ্গিতদান বা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ ব্যতীত কোন প্রকার ভুল সংশোধন করতে পারবেন না।

xviii) প্রতিটি বিষয় ও পত্রের সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ খুব সাবধানতার সঙ্গে সঠিকভাবে ছিঁড়বেন এবং সকল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় ছেঁড়া প্রথম অংশ উক্ত বিষয়ের স্বাক্ষরলিপির উপস্থিতি ও উত্তরপত্রের সংখ্যার মিল নিশ্চিত করতে হবে এবং বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপিসহ তিনি হল সুপারের নিকট জমা দেবেন। কোন পরীক্ষার্থীর দ্বারা উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ ছেঁড়ানো যাবে না।

১২। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হল সুপার এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের দায়িত্ব পালনের নির্দেশাবলী প্রত্যেককে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

১৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিজিল্যান্স টিম যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রদত্ত উপদেশমত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা পরীক্ষা কক্ষের বাইরে এবং ভিতরের যে কোন নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন। ভিজিল্যান্স টিমের কোন কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখলে তিনি তা কক্ষে কার্যরত কক্ষ পরিদর্শকের নজরে আনবেন। কক্ষ পরিদর্শক সে ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। **কেন্দ্রে উপস্থিত শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাগণের দায়িত্বঃ**

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে শিক্ষা বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তা কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত উপদেশ মত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা পরীক্ষা কক্ষের বাইরে এবং ভিতরের যে কোন নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন। কোন কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখলে তিনি তা কক্ষে কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকের নজরে আনবেন। কক্ষ পরিদর্শক সে ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। **শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় নিয়মাবলী**

i) যদি কোন পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে, কক্ষত্যাগ করে তাহলে কক্ষ পরিদর্শক তাৎক্ষণিক ঘটনাটি লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাবেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে তল্লাশি করে স্থানীয় থানায় বিষয়টি সম্পর্কে জিডি করবেন এবং জিডির কপিসহ ঐ দিনই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন।

ii) কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ব্যতীত কোন বই, খাতা সাইড ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস অথবা অন্য কোন কাগজপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আনতে পারবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থীর নিকট প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ব্যতীত কোন বই, খাতা, সাইড ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস অথবা অন্য কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহলে সে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে গণ্য হবে এবং নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন পরীক্ষার্থীকে লিখা হতে নকল করতে, কথা বলতে ইশারা করতে অথবা অন্য পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

iii) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোন পৃষ্ঠায় অথবা প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, মোবাইল নম্বর অথবা কোন অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিজনক লিখা, কোন অসঙ্গত মন্তব্য বা অনুরোধ থাকলে বা এ রকম চিহ্ন থাকলে যাতে উত্তরপত্রটি নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার্থীর বুঝা যায় তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

iv) পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র, চোষকাগজ বা প্রবেশপত্রের উপরে প্রশ্নের উত্তর অথবা অন্য কিছু লিখতে পারবে না।

v) পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে তার উত্তরপত্র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করবে।

vi) কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে অথবা কেন্দ্রের বাইরে, কক্ষ পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

vii) পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেয়ার জন্য কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বে পরীক্ষক বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করলে তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

viii) পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

ix) এ পরীক্ষায় অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য 'পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন ১৯৮০' প্রযোজ্য হবে।

১৬। অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে ১৬ (ix) পর্যন্ত উল্লিখিত যে কোন কারণে পরীক্ষার্থীকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন এবং বিষয়টি পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই 'বিজ্ঞপ্তির' মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র এবং কক্ষ পরিদর্শকের রিপোর্টসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।

১৭। কোন পরীক্ষার্থীকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাকাশ্য বহিষ্কার করলে যদি আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবার আশংকা থাকে অথবা কক্ষ পরিদর্শকসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই নীরব বহিষ্কার করা যাবে। তবে বিষয়/পত্রের পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শকের সুস্পষ্ট বিবরণসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নামে পাঠাতে হবে। (এক্ষেত্রে উত্তরপত্রের O.M.R এর প্রথম অংশ আলাদা করা যাবে না)। প্রয়োজনে বিষয়টি সম্পর্কে গোপনে থানার জিডি করা যাবে।

১৮। কেন্দ্র পরিদর্শকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ভিজিল্যান্স টিমের কোন সদস্যের নির্দেশাক্রমে কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শক, সুনির্দিষ্ট কারণসহ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি প্রতিবেদন দিবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সুস্পষ্টভাবে গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ করে উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাবেন। (এক্ষেত্রে উত্তরপত্রের O.M.R এর প্রথম অংশ আলাদা করা যাবে না।)

১৯। **বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণের নিয়মাবলী**

i) কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন অথবা অন্য কোন কারণে বহিষ্কার অথবা নীরব বহিষ্কার করা হলে তার সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ না ছিঁড়ে কক্ষ পরিদর্শকের প্রতিবেদনসহ গোপনীয় প্রতিবেদন (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমে) সঠিকভাবে প্রস্তুত করে বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেট করে প্যাকেটের উপর লাল কালি দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে 'রিপোর্টেড' লিখে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

ii) নীরব বহিষ্কারের ক্ষেত্রে বহিষ্কারের কারণ সুস্পষ্টভাবে পরিদর্শকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। নীরব বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদেরকে সঙ্গত কারণেই পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতে হবে। তবে পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষায় সে অসদুপায় অবলম্বন না করলেও তার পরবর্তী সকল বিষয়ের উত্তরপত্র (কভার পৃষ্ঠার ১ম অংশ না ছিঁড়ে) নীরব বহিষ্কারে কারণ উল্লেখ পূর্বক প্রতিবেদনসহ আলাদা প্যাকেটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

২০। **(ক) পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে:**

i) পরীক্ষা কক্ষে এদিক-ওদিক তাকানো, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা কথা বলে লিখা।

ii) কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে কোন প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা।

iii) ডেস্কে/ বেঞ্চে, হাতে, কাপড় বা অন্য কোথাও পিছনের অথবা পার্শ্বের অথবা সামনে দেয়ালে, মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে অথবা স্কেলের কিছু লিখা থাকা। পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর আসনে কিংবা সামনে/পিছনে/পাশের দেয়ালে অথবা স্কেলে কোন কিছু লিখা থাকলে তা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কর্তব্যরত কক্ষপরিদর্শক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। ঐরূপ লিখা হতে পরীক্ষার্থী কিছু লিখে থাকলে দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার অপরাধে অপরাধী হবে। এ ক্ষেত্রে যে অংশ নকল করেছে উত্তরপত্রের সে অংশ লাল কালি দিয়ে নিম্নরেখ (Underline) করতে হবে)।

iv) লিথোকোড পরিবর্তন করা।

v) অন্যের লিখা উত্তরপত্র দেখে কপি করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেহ উত্তরপত্র দেখাচ্ছে এমন প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখ (Underline) করতে হবে।

vi) পরীক্ষা কক্ষে যে কোন ধরণের অপরাধ করতে সাহায্য করা।

vii) উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লিখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করা।

viii) পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা।

ix) দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া।

x) একই উত্তরপত্রে দুই রকম/দুই ব্যক্তির হাতের লিখা থাকা।

xi) প্রশ্নপত্র বা অলিখিত উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা।

xii) কক্ষ পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট অন্যকোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা।

xiii) কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা।

xiv) রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

xv) কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা।

xvi) পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে বা কেন্দ্রের বাইরে কোন কক্ষ পরিদর্শককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা। অস্ত্র প্রদর্শন করা।

xvii) পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত ইত্তরপত্র দাখিল করা।

xviii) পরীক্ষার্থী নিজের পরীক্ষা দিতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা।

xix) মিথ্যা পরিচয় দান করা (মিথ্যা পরিচয়দানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।)

xx) নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

**(খ) শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নীতিমালা লঙ্ঘনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শিক্ষা বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটি নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সমূহ:**

| ক্রমিক নং | পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে | শাস্তির ধরণ | শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| (১) | পরীক্ষা কক্ষে এদিক-ওদিক তাকানো, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা কথা বলে লিখা। | 'ক' | ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল |
| (২) | কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে কোন প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা। | | |
| (৩) | ডেস্কে/বেঞ্চে, হাতে কাপড় বা অন্য কোথাও পিছনের অথবা পার্শ্বের অথবা সামনের দেয়ালে, মোবাইল SMS এর মাধ্যমে স্কেলে কিছু লিখা থাকা। পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর আসনে কিংবা সামনে/পিছনে/পাশের দেয়ালে অথবা স্কেলে কোন কিছু লিখা থাকলে তা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। ঐরূপ লেখা হতে পরীক্ষার্থী কিছু লিখে থাকলে দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার অপরাধে অপরাধী হবে। এ ক্ষেত্রে যে অংশ নকল করেছে উত্তরপত্রের সে অংশ লাল কালি দিয়ে নিম্নরেখা (Underline) করতে হবে। | | |
| (৪) | লিথোকোড পরিবর্তন করা। | | |
| (৫) | অন্যের লিখা উত্তরপত্র দেখে নকল করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উত্তরপত্র দেখাচ্ছে এমন প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের উত্তর উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখা (Underline) করতে হবে। | | |
| (৬) | পরীক্ষা কক্ষে যে কোন ধরণের অপরাধ করতে সাহায্য করা। | | |
| (৭) | উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লিখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করা। | 'খ' | ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না। |
| (৮) | পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা। | | |
| (৯) | দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া | | |
| (১০) | একই উত্তরপত্রে দুই রকম/দুই ব্যক্তির হাতের লিখা থাকা। | | |
| (১১) | প্রশ্নপত্র বা অলিখিত উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা। | 'গ' | ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। |
| (১২) | কক্ষ পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা। | | |
| (১৩) | কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা। | | |
| (১৪) | রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা। | | |
| (১৫) | কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা। | | |
| (১৬) | পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের বাইরে কোন কক্ষ পরিদর্শককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা। অস্ত্র প্রদর্শন করা। | 'ঘ' | ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। |
| (১৭) | পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখা উত্তরপত্রের অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করা। | | |
| (১৮) | পরীক্ষার্থী নিজের পরীক্ষা দিতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা। | | |
| (১৯) | মিথ্যা পরিচয় দান করা (মিথ্যা পরিচয়দানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে)। | | |
| (২০) | নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। | | |

২১। প্রতিষ্ঠান হতে কোন বিশেষ বছরের জন্য কোন পরীক্ষার্থী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা দেবার অনুমতি পায়নি অথচ সে যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২২। পরীক্ষার্থী কোন অপরাধ উপর্যুক্ত কোন নিয়মের আওতায় না পড়লে শিক্ষা বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩। (ক) কোন পরীক্ষার্থীর ঐ বৎসরের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে এরূপ কোন অপরাধ করে থাকলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে এবং পরবর্তী পত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীকে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।

(খ) প্রত্যেক পরীক্ষা অপরাধের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উপরপত্র, প্রবেশপত্র, ও এতদসংক্রান্ত দোষণীয় কাগজপত্র এবং সম্পূর্ণ ঘটনা সাক্ষ্য প্রমাণসহ একটি গোপনীয় প্রতিবেদন অতি সত্ত্বর পৃথক সিলমোহরকৃত প্যাকেটে অন্যান্য উত্তরপত্র পাঠানোর সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।

(গ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্ষ পরিদর্শকের নিকট হতে প্রাপ্ত এরূপ প্রতিটি প্রতিবেদনের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ একখানা বিবৃতি গ্রহণ করবেন। প্রতিবেদনে যতদুর সম্ভব প্রকৃত ঘটনর সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে। অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঘ) পরীক্ষার্থীর নিকট হতে প্রাপ্ত দোষণীয় কাগজপত্রের যে অংশ হতে উত্তরপত্রের নকল করা হয়েছে তা উত্তরপত্রে লিখা নকল করা অংশ লাল কালি বা লাল বলপেন দিয়ে চিহ্নিত করে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অবশ্যই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।

(ঙ) পরীক্ষার্থীর আসনের আশে পাশে কোন দোষণীয় কাগজপত্র পাওয়া গেলে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থী কর্তৃক তা ব্যবহার করা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করবেন না।

(চ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য পরীক্ষার্থীকে পত্র দিবেন। ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরীক্ষার্থীকে ৭ (সাত) দিন সময় দেয়া হবে।

(ছ) ৭ (সাত) দিন অতিবাহিত হবার পর পরীক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না যাক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র শৃঙ্খলা কমিটিতে পেশ করবেন। শৃঙ্খলা কমিটির সৃপারিশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৪। **উত্তরপত্র পূণঃনিরীক্ষণ**

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরের দিন থেকে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পূণঃনিরীক্ষণের জন্য যথাযথ ফিসহ SMS এর ম্যাধমে আবেদন করা যাবে। উত্তরপত্র পূণঃনিরীক্ষণ বলতে উত্তরপত্র পূণঃমূল্যায়ন বুঝাবে না। উত্তরপত্র পূণঃনিরীক্ষণের সময় নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হবে।

i) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোন প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নম্বর না দিয়ে থাকলে তাতে নম্বর দেয়া যাবে।
ii) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে প্রদত্ত নম্বর কভার পৃষ্ঠায় উঠাতে ভুল করলে তা সংশোধন করা যাবে।
iii) কভার পৃষ্ঠায় উঠানো নম্বরের যোগফলে কোন বুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।
iv) পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর কোন অবস্থাতেই সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে না।
v) পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।
vi) উত্তরপত্র কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী, তার আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখানো যাবে না।

২৫। **রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ**

i) পরীক্ষার্থীদের ফরম পুরনের Online এ Send করার প্রিন্ট কপি, স্বাক্ষরলিপি, মূল উত্তরপত্র, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।
ii) উত্তরপত্র পূণঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের পর ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত পূণঃনিরীক্ষিত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।
iii) পূণঃনিরীক্ষণের পর সকল পরীক্ষার্থীদের টেবুলেশন বই মূল রেকর্ড বই হিসেবে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

২৬। কেন্দ্রে Android Set (Mobile/Smart Phone) ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Android Set Phone বা Smart Phone ব্যবহার করতে পারবেন না।

২৭। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা/শিক্ষক কেন্দ্রে মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে ও ব্যবহার করতে পারবেন না।

## ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার সময় ও নম্বর বিভাজন নির্দেশিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সূত্র : আন্ত:শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং- আশিবোপনিক/২০০৯/১৭৮ তারিখ : ০৬/১০২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপভাবে ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার সময় ও নম্বর বিভাজন নির্দেশিকা প্রকাশ করা হলো। উক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

এইচএসসি পরীক্ষা - ২০২১ এর সময় ও নম্বর বিভাজন নির্দেশিকা ঃ
পরীক্ষার সময় : ০১ ঘন্টা ৩০ মিনিট (MCQ / নৈর্ব্যক্তিক ১৫ মিনিট ও CQ / রচনামুলক ০১ ঘন্টা ১৫ মিনিট)

| ক্রমিক | বিষয়ের নাম | কোড | এইচএসসি পরীক্ষা-২০২১ প্রশ্নের বিবরণ | | এইচএসসি পরীক্ষা-২০২১ এর পরীক্ষার্থীদের উত্তর প্রদান করতে হবে | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CQ/রচনামুলক | MCQ/নৈর্ব্যক্তিক | CQ/রচনামুলক (সময়: ০১ ঘন্টা ১৫ মিনিট) | MCQ/নৈর্ব্যক্তিক (সময়: ১৫ মিনিট) |
| ০১ | পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১৭৪ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০২ | পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১৭৫ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৩ | রসায়ন ১ম পত্র | ১৭৬ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৪ | রসায়ন ২য় পত্র | ১৭৭ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৫ | উচ্চতর গণিত ১ম পত্র | ২৬৫ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৬ | উচ্চতর গণিত ২য় পত্র | ২৬৬ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৭ | জীববিজ্ঞান ১ম পত্র | ১৭৮ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৮ | জীববিজ্ঞান ২য় পত্র | ১৭৯ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ০৯ | হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৫৩ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১০ | হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৫৪ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১১ | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৭৭ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১২ | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭৮ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৩ | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ২৮৬ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৪ | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ২৮৭ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৫ | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র | ২৯২ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৬ | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও | ২৯৩ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বিমা ২য় পত্র | | | | ৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | ১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৭ | যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১২১ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৮ | যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১২২ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ১৯ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র | ২৬৭ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২০ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র | ২৬৮ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২১ | ইতিহাস ১ম পত্র | ৩০৪ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২২ | ইতিহাস ২য় পত্র | ৩০৫ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৩ | পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | ২৬৯ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৪ | পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র | ২৭০ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৫ | অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৬ | অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১০ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৭ | সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১১৭ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৮ | সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১১৮ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ২৯ | সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ৩০ | সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ৩১ | ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র | ২৪৯ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ৩২ | ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র | ২৫০ | ১১টি প্রশ্ন | ৩০টি প্রশ্ন | যেকোন ৩টি প্রশ্ন<br>৩×১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর | যেকোন ১৫টি প্রশ্ন<br>১×১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর |
| ৩৩ | ভূগোল ১ম পত্র | ১২৫ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৪ | ভূগোল ২য় পত্র | ১২৬ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৫ | খাদ্য ও পুষ্টি ১ম পত্র | ২৭৯ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৬ | খাদ্য ও পুষ্টি ২য় পত্র | ২৮০ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৭ | শিশু বিকাশ ১ম পত্র | ২৯৮ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৮ | শিশু বিকাশ ২য় পত্র | ২৯৯ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৩৯ | গৃহ-ব্যবস্থাপনা ও শিশুবর্ধন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ১ম | ১৯৭ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন | যেকোন ১২টি প্রশ্ন |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পত্র (২০১৮)<br>গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ১ম পত্র | ২৮২ | | | ২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪০ | গৃহ-ব্যবস্থাপনা ও শিশুবর্ধন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ২য় পত্র (২০১৮)<br>গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ২য় পত্র | ১৯৮<br><br>২৮৩ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪১ | ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও পোশাকশিল্প ১ম পত্র (২০১৮) | ২৫৫ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪২ | ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও পোশাকশিল্প ২য় পত্র (২০১৮) | ২৫৬ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪৩ | সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ১ম পত্র (রসায়ন) (২০১৮)<br>সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ১ম পত্র (জীব বিজ্ঞান) | ১৯২<br>+<br>১৯৩ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | ১৯২ কোডের যেকোন ১টি প্রশ্ন<br>১৯৩ কোডের যেকোন ১টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ১৯২ কোডের যেকোন ৬টি প্রশ্ন<br>১৯৩ কোডের যেকোন ৬টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪৪ | সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ২য় পত্র | ১৯৪ | ৮টি প্রশ্ন | ২৫টি প্রশ্ন | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | যেকোন ১২টি প্রশ্ন<br>১×১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর |
| ৪৫ | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৬ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ----- |
| ৪৬ | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৭ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ----- |
| ৪৭ | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৮ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ----- |
| ৪৮ | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৯ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ২টি প্রশ্ন<br>২×১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর | ----- |
| ৪৯ | আরবি ১ম পত্র | ১৩৩ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ৫টি প্রশ্ন<br>৫×১০ অর্থাৎ ৫০ নম্বর | ----- |
| ৫০ | আরবি ২য় পত্র | ১৩৪ | ১০টি প্রশ্ন | ---- | যেকোন ৫টি প্রশ্ন<br>৫×১০ অর্থাৎ ৫০ নম্বর | ----- |

*** পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর নম্বর-২৫ (লঘু সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত ১ম পত্র ও ২য় পত্র ব্যতীত)। প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর নম্বর প্রদান করে নম্বরসমূহ ০৩/০১/২০২২ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। কেন্দ্র ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর প্রাপ্ত নম্বর সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবে এবং হার্ড কপি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পরীক্ষা শাখায় (উচ্চ মাধ্যমিক) জমা দিবে।

*** বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের CQ এর ২০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে ও MCQ এর ১২ নম্বরকে ২৫ নম্বরে, ভূগোল বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের CQ এর ২০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে ও MCQ এর ১২ নম্বরকে ২৫ নম্বরে এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের CQ এর ৩০ নম্বরকে ৭০ নম্বরে ও MCQ এর ১৫ নম্বরকে ৩০ নম্বরে রূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। লঘু সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের (তত্ত্বীয়) রচনামূলকের মোট ২০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে, আরবি বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের রচনামূলকের মোট ৫০ নম্বরকে ১০০ নম্বরে রূপান্তর করে ঐ বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে।

# আসন বিন্যাস (নমুনা)

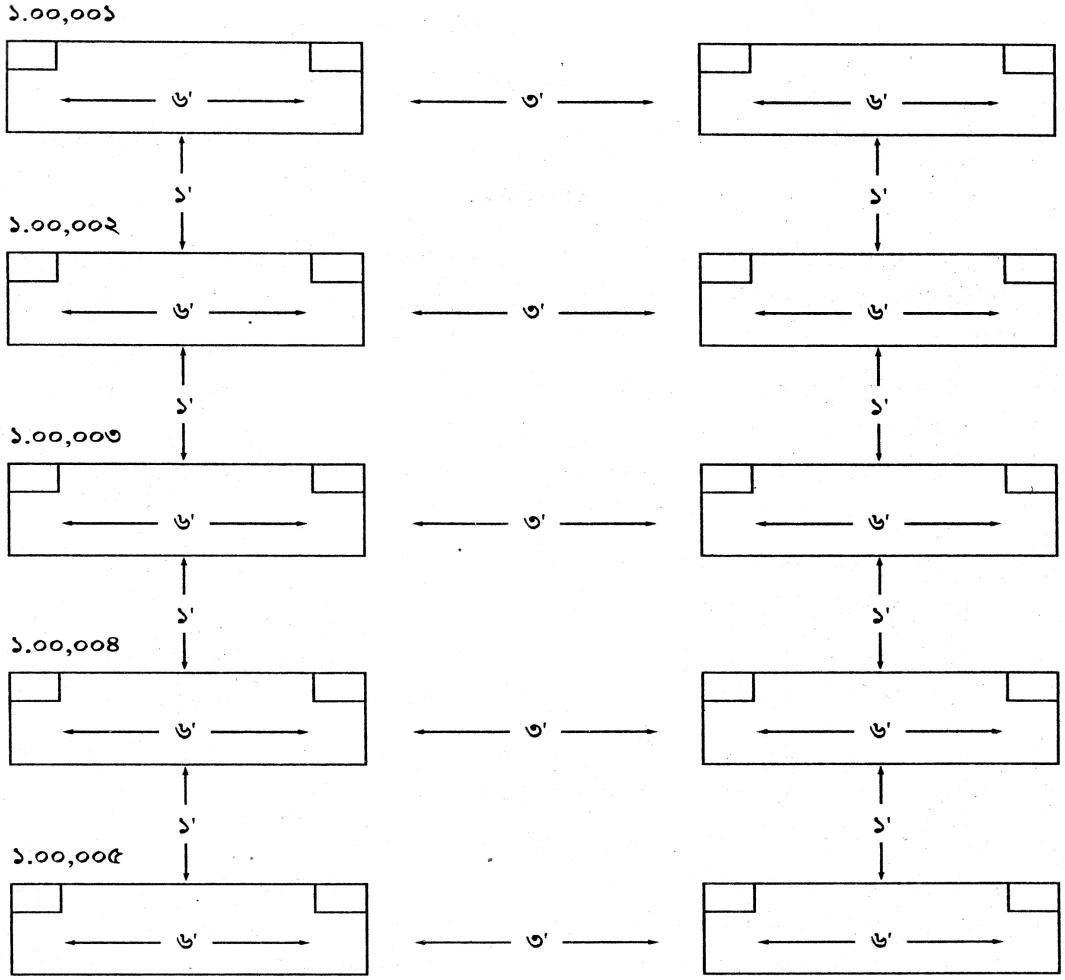


১। ৬ (ছয়) ফুট বেঞ্চে ২ (দুই) জনের আসন ব্যবস্থা করতে হবে।
২। দুই বেঞ্চের মাঝখানে পাশাপাশি ৩ (তিন) ফুট ফাঁকা রাখতে হবে।
৩। দুই বেঞ্চের মাঝখানে (সামনে-পিছনে) ১ (এক) ফুট ফাঁকা রাখতে হবে।

**মো: আরিফুল ইসলাম**
**পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক**
**মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী**

ই-মেইলঃ controller@rajshahieducationboard.gov.bd.
ফোন : ০৭২১-৭৭৬২৩১, ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭২৯৬২

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়

## শাখা-১০

নং-শিম/শাঃ ১০/৭ পরীক্ষা-২ (গ্রেডিং)/২০০২/৬১০ তারিখঃ ০৪/০১/২০০৩

**প্রজ্ঞাপণ**

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং শাঃ ১১/১০/(১) ২০০১/২৬৭ তারিখ ১২/০৩/২০০১ এর নিম্নরুপ সংশোধন করেছে-

(ক) পরীক্ষার উত্তীর্ণের কোন বিভাগ উল্লেখ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পরিবর্তে লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত Grade Point (GP) এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর Grade Point Average (GPA) উল্লেখ থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান এবং মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশ ইত্যাদি প্রথা থাকবে না।

(খ) পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে F গ্রেড না পেলে এবং তা GPA নূন্যতম ১.০ (এক) হলে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

(গ) একটি বিষয়ে F গ্রেড এবং GPA ১.৫ বা তদুর্ধ্ব প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর ইতিপূর্বে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে সাময়িকভাবে ভর্তির যে সুযোগ ছিল তা ২০০৩ সাল থেকে রহিত করা হলো।

(ঘ) মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থী ফল উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে।

(ঙ) এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় নূন্যতম ০৪ (চার) টি বিষয়ে এবং এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় নূন্যতম ০৩ (তিন) টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ D বা তদুর্দ্ধ গ্রেড পেলে অনুত্তীর্ণ বাকী বিষয়ের/বিষয়সমূহের পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিতে পারবে। এই সুযোগ রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত GP এর সাথে পরবর্তী বছরের উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত GP যোগ করে পরীক্ষার্থীর GPA নির্ধারণ করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে সব বিষয় পরীক্ষা দিতে পারবে।

(চ) একাধিক অংশ সম্বলিত বিষয়সমূহে (যেমনঃ তত্ত্বীয়, নোটবুক, রচনামূলক ও বহুনির্বাচনি) বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণ সকল অংশের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের উপর ভিত্তি করে ঐ বিষয়ে Grade নির্ধারিত হবে। যে কোন একটি অংশে অনুত্তীর্ণ হলে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।

(ছ) শিক্ষা বোর্ড থেকে মূল সনদ ইস্যু বিদ্যমান থাকবে। বিভাগের স্থলে GPA উল্লেখ থাকবে।

(জ) নম্বরপত্রের পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র (Academic Transcript) ইস্যু করা হবে। এতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড GP ও GPA উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত শ্রেণি ব্যপ্তি (Class interval) উল্লেখ থাকবে।

(ঝ) কোন পরীক্ষার্থী এক অথবা দুই বিষয়ে F গ্রেড প্রাপ্ত হলে তার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মেয়াদকালের মধ্যে ঐ সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(ঞ) ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় (এসএসসি/এইচএসসি/দাখিল ও আলিম) চতুর্থ বিষয় যোগ করে GPA নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্ট এর সাথে যোগ করে প্রাপ্ত মোট GP কে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে GPA

নির্ধারণ করা হয়। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব ছাত্র-ছাত্রী GPA-5.00 পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না।

(ট) পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে GPA এবং বাকী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে F লিখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।

(ঠ) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসমূহ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে লেটার গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তন করবে।

(ড) এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষা থেকে পরীক্ষার্থীর পাশ ফেল প্রথা বিলুপ্ত হবে।

২। এসএসসি/দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের (Raw score) কে লেটার গ্রেডে রূপান্তরের পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :

| লেটার গ্রেড | প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি | গ্রেড পয়েন্ট |
|---|---|---|
| A+ | ৮০-১০০ | ৫.০০ |
| A | ৭০-৭৯ | ৪.০০ |
| A- | ৬০-৬৯ | ৩.৫০ |
| B | ৫০-৫৯ | ৩.০০ |
| C | ৪০-৪৯ | ২.০০ |
| D | ৩৩-৩৯ | ১.০০ |
| F | ০০-৩২ | ০.০০ |

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর
**আখতারী বেগম**
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৮৬১২৪৮৩

## উপ নিয়ন্ত্রক
## বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়

তেজগাঁও, ঢাকা (তাঁকে সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যা প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণ করতঃ ২০০ (দুইশত) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।)

নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা-২ গ্রেডিং)/২০০২/৬১০ তারিখ : ০৪-০১-০৩

**কার্যার্থে অনুলিপি :**

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/রাজশাহী/যশোর/ সিলেট/ বরিশাল/ময়মনসিংহ/দিনাজপুর
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৭। রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

স্বাক্ষরিত
আখতারী বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৮৬১২৪৮৩

নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা-২ গ্রেডিং)/২০০২/৬১০ তারিখ : ০৪-০১-০৩

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য-**

১। নাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/প্রশাসন/বিশ্ববিদ্যালয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। উপ-সচিব (মাধ্যমিক) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
আখতারী বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৮৬১২৪৮৩

১৯৮০ সালের ৪২ নং আইন। পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি বিধানকল্পে প্রণীত আইন। যেহেতু পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হ'ল

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ**

এ আইন পাবলিক পরীক্ষা সমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এ আইনে-

(ক) বোর্ড অর্থ যে কোন ধরনের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তদারক, নিয়ম বা উন্নয়নের জন্য আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের ধারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত বোর্ড, সংস্থা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

(খ) "পরীক্ষার হল" অর্থ এমন একটি স্থান বা প্রাঙ্গন যেখানে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) "পরীক্ষার্থী" অর্থ কোন শিক্ষার্থী নামে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড পাবলিক পরীক্ষায় প্রবেশের জন্য লিখিত অধিকার, তার যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রদান করেছেন।

(ঘ) "পাবলিক পরীক্ষা" অর্থ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত, পরিচালিত নিয়মিত কিংবা সংগঠিত হয় বা হতে পারে এরূপ পরীক্ষা।

(ঙ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে স্থাপিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। **পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয়দানকারীঃ**

(ক) পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসেবে জাহির করে বা পরীক্ষার্থী বলে ভান করে কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন, অথবা

(খ) অন্য কোন শিক্ষার্থীর নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, সে দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধি দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

৪। **পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশন বা বিতরণ :**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে-

(ক) এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, অথবা

(খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায় লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৫। **নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন :**

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর, মার্কশিট, টেবুলেশন শিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৬। **ভূয়া মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি তৈরীকরণ :**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী যাহা তিনি মিথ্যা বলে জানেন তাহা জারী করার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত হয় নি বলে তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈরি করেন, ছাপান, বিতরণ করেন, অথবা ব্যবহার করেন অথবা (এ) আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয় বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৭। **মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখা :**

যিনি আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কিশিট, সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয়নি নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৮। **উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা উহাতে সংযোজন :**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে অন্য কোন একটি উত্তরপত্র বা তার অংশ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয়নি এরূপ উত্তর সম্বলিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভবিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৯। **পরীক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা :**

যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে-

(ক) কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা কোন পৃষ্ঠা কিংবা তাহা হতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষা হলে সরবরাহ করে, অথবা

(খ) মৌখিকভাবে বা কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখার জন্য বলে দিয়ে সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১০। **অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা:**

যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১১। **পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদান :**

(ক) যিনি কোন প্রকার ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, অথবা

(খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন, অথবা

(গ) কোন পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

## ১২। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারীগণকৃত অপরাধ :

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হয়েও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েও এ আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

## ১৩। এই আইনের অধীনে অপরাধকরণে সহায়তা ও প্রচেষ্টা :

যিনি এ আইনের কোন অপরাধ করনে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান তিনি এই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দন্ডে দণ্ডিত হবেন।

## ১৪। পদ্ধতি :

১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এ যা বলা হয়েছে তা সত্বেও

(ক) এ আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার যোগ্য অপরাধ হবে;

(খ) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার করবেন না।

(গ) কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে সমন মামলার সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।

(ঘ) কোন আদালত, উক্ত বিধির অধীন ক্ষমতার অতিরিক্ত হলেও এ আইনের অধীনে যে কোন দন্ডাদেশ প্রদান করতে পারবে।

## ১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত :

(ক) ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সালের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হ'ল।

(খ) এরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এ আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

**কাজী জালাল আহমদ**
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

## জাতীয় সংসদে উত্থাপনীয়

Public Examination (offences) Act 1980 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল। যেহেতু নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহ পূরণ কল্পে Public Examination (offences) Act. 1980 Act XLII of 1980 এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :** এ আইন Public Examination (offences) (amendment) Act. 1992 এর নামে অভিহিত হবে।

২। Act. XLII of 1980 section-3 এর সংশোধন। Public Examination (offencess) Act. 1980 (XLII) of 1980 অতঃপর উক্ত Act. এর বলে উল্লিখিত, এর section-3 এর Two years of with fine or with both শব্দগুলি ও কমাগুলোর পরিবর্তে "Five years and shall not be less than one year" শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৩। Act. XLII of 1980 এর section-4 এর সংশোধন। উক্ত Error! Not a valid link এর Section-4 এর Four years of with fine or with both "শব্দগুলি ও কমাগুলোর পরিবর্তে Ten years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine" শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৪। Act. XLII of 1980 এর section-6 এর সংশোধন। উক্ত Act. এর Section-6 এর Four years of with fine or with both "শব্দগুলি ও কমাগুলোর পরিবর্তে Seven years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine" শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৫। Act. XLII of 1980 এর Section-8 এর সংশোধন। উক্ত Act. এর Section-8 Two years of with fine or with both "শব্দগুলি ও কমাগুলোর পরিবর্তে Ten years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine" শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৬। Act. XLII of 1980 এর Section-9 এর সংশোধন। উক্ত Act. এর Section-9

(ক) Clause (B) এর শেষে "কমার পরিবর্তে" : Or সেমিকোলন এবং Or শব্দ প্রতিস্থাপিত হবে এবং তারপর নিম্নবর্ণিত নতুন Clause (C) সংযোজিত হবে, যথা: (c) By any other means what so ever.

(খ) Two years of with fine or with both "শব্দগুলো ও কমাগুলোর পরিবর্তে Five years and shall not be less than two years and shall also be liable to fine" শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।